**জমি বিক্রয়**

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

**যোগাযোগঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫**

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

# সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 12 ❑ 08 June, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

# বোমা ফেটে ছিন্নভিন্ন কিশোরের দেহ, উদ্ধার আটটি তাজা বোম

প্রতিনিধি ঃ সাত সকালে বোমা ফেটে নৃশংসভাবে মৃত্যু হল ১১ বছরের এক কিশোরের। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার বক্সী পল্লী এলাকায়। বেআইনিভাবে বোমা মজুদ করার অভিযোগে পুলিশ দুই দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম অসিত অধিকারী ও বাপ্পা বিশ্বাস।

বোমা ফেটে মৃত্যু হওয়া বালকের নাম রাজু রায়। সে বক্সিপল্লী এলাকায় একটি সাইকেলের গ্যারেজে কাজ করতো। সোমবার সকালে সে তার বাবা নাড়ু রায়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হয়। বক্সিপল্লী এলাকায় যশোর রোডের পাশে একটি মন্দির কমিটির শৌচাগার রয়েছে। নাড়ু বাবু সেই শৌচাগারে প্রথমে প্রাতক্রিয়া সারেন। তারপর রাজু শৌচাগারে ঢোকে। নাড়ু ঘটনাস্থল থেকে তখন বেরিয়ে গিয়েছিল। আচমকা বাসিন্দারা বিস্ফোরণের শব্দ পান। ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা দেখেন ধোঁয়া উঠছে এবং বারুদের গন্ধে চারিদিকে ছেয়ে গিয়েছে। শৌচাগারে সামনে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মাটিতে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে রাজু। শৌচাগারের ভিতর রক্তের ছাপ। শরীরের খন্ড খন্ড অংশ শৌচাগারের ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। খবর পেয়ে বনগাঁ থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় সিআইডির বোম ডিস্পোজাল স্কোয়ার্ডকে।

তারা এসে শৌচাগারের পাশের ঘর থেকে ৮টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। রাজুর দিদি ঝুমা বলেন, 'যারা বেআইনিভাবে বোমা রেখে আমার ভাইকে খুন করল, তাদের শাস্তি চাই।'' এই ঘটনায় এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। বিশেষ করে মহিলারা শিশুদের নিরাপত্তার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। দুষ্কৃতীদের ভয়ে অনেকে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে না চাইলেও তারা জানালেন, ইদানিং এলাকায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য আবার বেড়েছে। বোমা ফেটে কিশোরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে আসেন। বিজেপির বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, বিধায়ক স্বপন মজুমদার, বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামপদ দাস এবং বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল ঘটনাস্থলে আসেন।

এছাড়াও এদিন দলীয় কর্মসূচিতে বনগাঁয় আশা জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী কাবিনদার গুপ্ত ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের ইস্তফা দাবি করেন। তার কথায়, এরকম ঘটনা রাজ্যে নিয়মিত হচ্ছে। শাসকদল পঞ্চায়েত ভোটের আগে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। ঘটনাস্থলে আসেন বনগাঁর পৌর প্রধান গোপাল শেঠ। সিপিএমের বনগাঁ এরিয়া কমিটি সম্পাদক সুমিত কর, কংগ্রেস নেতা কৃষ্ণপদ চন্দ এবং তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। গোপাল শেঠ বলেন '১০ই জুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁয় আসছেন জনজোয়ার কর্মসূচিতে। সেই কর্মসূচির আগে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। সিপিএম নেতা সুমিত কর বলেন, ' আমরা চাই অবিলম্বে বনগাঁ শহরের মধ্যে থেকে বেআইনিভাবে মজুদ হওয়া বোমা অস্ত্র গুলো উদ্ধার করুক পুলিশ।'' বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'আমরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বনগাঁ শহরে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বিজেপি এখানে জেতায় আবার দুষ্কৃতীরা দৌরাত্ম শুরু করার চেষ্টা করছে। পুলিশকে বলেছি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। পুলিশ জানিয়েছে, দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই ঘটনায়। আরো কেউ যুক্ত আছে কিনা তা ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা হচ্ছে।

## চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সহ-যাত্রীদের দেহাংশ, চোখ বন্ধ করলেই সেই আতঙ্ক পরিতোষের চোখে

জয় চক্রবর্তী ঃ ট্রেনের ভাঙাচোরা কামরার চারিপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সহযাত্রীদের মৃতদেহ, দেহের অংশ।দুর্ঘটনার পর থেকে চোখ বন্ধ করলেই সেই দৃশ্য ভেসে উঠছে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেও চোখ বন্ধ করতে পারছেনা গোপালনগর থানার গাজীপুর গ্রামের পরিতোষ সরদার। মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। চোখ বন্ধ করলেই সেই দৃশ্য চোখের সামনে। রবিবার দুপুরে দুর্ঘটনার দৃশ্য বর্ণনা করতে করতে চোখ ভরা জল নিয়ে কাঁপতে শুরু করলেন তিনি। রবিবার সকালেই তিনি

বারাসাত হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন।

পরিতোষ বাবু জানিয়েছেন ' ব্যাঙ্গালোরে রাজমিস্ত্রির কাজ করছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। ছেলের বিয়ে সামনে। তাই তড়িঘড়ি ছুটি নিয়ে ৯ মাস বাদে বাড়ি ফিরছিলেন।

তৃতীয় পাতায়...

## সমাজ সেবায় রাজ্য সরকারের পুরস্কার লাভ চাঁদপাড়ার এসসিএসটি অ্যাসোসিয়েশনের

নীরেশ ভৌমিক ঃ সরকারি বা বেসরকারি কোন অনুদান ছাড়াই বিগত বেশ কয়েকবছর যাবৎ সমাজের পিছিয়ে পড়া অসহায় দরিদ্র মানুষজনের কল্যাণে কাজ করে চলেছেন জেলার অন্যতম সমাজসেবি সংস্থা চাঁদপাড়া এস.সি.এস.টি. ওয়েলফেয়ার

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ। সেই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্প্রতি জাতীয় স্তরের পুরস্কার লাভ করে সংস্থাটি। গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ফের পুরস্কৃত হয় চাঁদপাড়া এসসিএসটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন অধিকার দপ্তরের মহাধ্যক্ষ ডাঃ অশ্বিনী কুমার যাদবের আমন্ত্রনে কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যান সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। সেখানে আয়েজিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ও দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে রাজ্যের সেরা সমাজ সেবি সংগঠন হিসেবে চাঁদপাড়া এসসিএসটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষক মলয় সানার হাতে পুষ্প স্তবক, শংসাপত্র, স্মারক উপহার সহ ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ পুরস্কার ২০২২ লাভ করে সংস্থাটি। স্বভাবতই খুশি স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন চাঁদপাড়ার এসসিএসটি অ্যাসেসিয়েশানের সকল সদস্য- সদস্যাগণ সহ এলাকার মানুষজন।

## কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েদের বেরোতে দিচ্ছেন না অভিভাবকেরা

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁয় বোমা বিস্ফোরণে কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ধৃতদের নাম অসিত অধিকারী ও বাপ্পা বিশ্বাস। মঙ্গলবার তাদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক অসিতকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজত ও বাপ্পাকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বনগাঁ মহকুমা আদালতের মুখ্য ভারপ্রাপ্ত সরকারি আইনজীবী অসীম দে বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে ৫টি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বনগাঁ শহরের বক্সীপল্লী এলাকায় গিয়ে দেখা গেল থমথমে পরিবেশ। যে শৌচাগারে ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে এদিন আর কেউ প্রাতক্রিয়া করতে যাননি। বাসিন্দারা জানালেন, ছেলে মেয়েদের খুব দরকার ছাড়া বাড়ি থেকে বের হতে দিচ্ছেন না তাঁরা। বাসিন্দাদের পুলিশের কাছে আবেদন, বেআইনি অস্ত্র-বোমা সব উদ্ধার করা হোক, যাতে নিশ্চিন্তে তাঁরা রাস্তায় যাতায়াত করতে পারে।

সোমবার বনগাঁ পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বক্সীপল্লী এলাকায় বোমার আঘাতে জখম হয়ে ১১ বছরের কিশোরের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে বনগাঁ থানায় স্মারকলিপি জমা দিল

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
# সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ১২ ❐ ০৮ জুন, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

# বাতাসে লাশের গন্ধ, এ হৃদয় যেন মৃত্যুর শোক কাটিয়ে ওঠে

করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা হার মানিয়েছে গত ৪ দশকের ভয়াবহতাকেও। ছাপিয়ে গিয়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। এরপর করমণ্ডল এক্সপ্রেসকে অভিশপ্ত বলতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ। রেল সূত্রে খবর, এই দুর্ঘটনায় এখনও অবধি মৃতের সংখ্যা ২৭৫ জন। আহতের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়েছে বলেই খবর। কিন্তু এই ২৭৫টি প্রাণের মৃত্যুর দায় কার? এই দায় কি কেবল ঈশ্বরের? হয়ত নয়। হয়ত এর মধ্যে অন্তর্ঘাত রয়েছে, কিংবা রয়েছে রেলের গাফিলতি। এ বিষয়ে সন্দিহান প্রকাশ করেছে স্বয়ং রেলমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীও।

শুক্রবারের এই রেল দুর্ঘটনার পর সামাজিক মাধ্যমে বেশ কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে বাহানাগা স্কুলে রাখা মৃতদেহের স্তূপে নিজের ছেলেকে খুঁজছেন বাবা। চারিদিকে স্বজনহারার কান্না। বাতাসে যেন মুহূর্তে মিশে গিয়েছিল রক্তের মাদকতা। এখনও ওই বিষাক্ত জায়গায় মুছতে পারেনি রক্তের ছাপ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহের কোনও ধর্ম ছিল না। কেবল লাশ হিসেবেই চিহ্নিত করা ছিল তাঁরা।

প্রাথমিক ভাবে মৃতদের সনাক্তকরণ নিয়েও চাপে আছে রেল। ঘটনার পরেই দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে তদন্তে নেমেছে রেলের সুরক্ষা কমিশনার। এরই মধ্যে রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এর ঘটনার সিবিআই তদন্ত শুরু করার সুপারিশ করেছেন। সেইমত সোমবার থেকেই মাঠে তদন্তে নেমে পড়ছেন সিবিআই। যদিও এই ঘটনায় আপাতত বেঁচে আছেন ওই দুই ট্রেনের ড্রাইভার ও গার্ডরা। ওদিকে সোমবারই খড়্গপুর ডিভিশনের রেল আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসছে সিবিআই।

প্রাথমিক ভাবে রেলের সিগন্যাল জনিত কারণ দেখালেও রেলমন্ত্রীর দাবি ছিল, এ ঘটনায় অন্য কোনও ষড়যন্ত্র আছে। উনি জানিয়েছিলেন, সমস্তটা তদন্ত সাপেক্ষ, সময় হলে সমস্তটা প্রকাশ হবে। ঘটনাস্থলে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছিল, এ ঘটনায় দোষীরা সাজা পাবে। যদিও এখনও অবধি স্বজন হারা মানুষগুলোর কাছে দুষবার মত ঈশ্বর ছাড়া কেউই নেই।

বাহানাগা বাগ স্কুলে যেখানে মৃতদেহ রাখা ছিল, সেখানে রক্তের ছাপ পুরো মুছতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। ১৯৮১-র পর এতবড় দুর্ঘটনা দেখেনি রেল। স্বজনহারা মানুষগুলো এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁদের প্রিয়জনকে। কেউ কেউ হয়ত প্রিয়জনকে খুঁজে পেয়েছে কিন্তু খুঁজে পায়নি প্রিয়জনের হাত, কিংবা পা। কেউ কেউ প্রিয়জনের শরীরের নির্যাস টুকু পেয়েছে। তাতেই হয়ত তাদের শান্তি। সত্যি বলতে এত গুলো লাশ। একসাথে এত মৃত্যু অনেক দিন দেখেনি বাতাস! সেদিন যেন বাতাসে লাশের গন্ধ!

দুর্ঘটনার পরের দিন সকালেই রেল লাইনে স্বজনের মৃতদেহ ঢেকে রেললাইনে বসে আছেন মহিলা। শোকতাপ হীন। এই মানুষগুলো যেন মৃত্যুর শোক কাটিয়ে ওঠে, ঈশ্বর ছাড়া অন্তত কাউকে পাক এ মৃত্যুতে দুষবার। এই কেবল প্রার্থনা।

## প্রতিধ্বনির অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব গোবরডাঙায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৩ জুন ঠাকুরনগরের প্রতিধ্বনি সংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে। এদিন সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর অন্যতম সদস্য আশিস চ্যাটার্জী।

প্রতিধ্বনির সম্পাদক পার্থপ্রতিম দাস উপস্থিত সকল নাট্যমোদী দর্শক মণ্ডলীকে স্বাগত জানান। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর অর্থানুকুল্যে আয়োজিত এদিন নাট্যোৎসাবে ৩ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথম নাটক প্রতিধ্বনি প্রযোজিত বাস্তব ধর্মী নাটক মানবিক স্পর্শ সংস্থার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাসের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারনের হৃদয়কে স্পর্শ করে। দ্বিতীয় নাটকটি দমদম ঝালাপালা প্রযোজিত ও শান্তনীল গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশিত শিক্ষামূলক নাটক শত্রুদমন পায়েস উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর মনের মনি কোঠায় স্থান করে নেয়। এদিনের উৎসবের শেষ নাটক কলকাতার থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম প্রযোজিত মঞ্চসফল নাটক 'আলাদা'। প্রতিধ্বনি আয়োজিত এদিনের অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসবের সবকটি নাটকই দর্শকদের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

### নচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

# সোমনাথ ও ভালুকা তীর্থ

**অজয় মজুমদার**

১৮ই অক্টোবর ২০২২ সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দ্বারকা থেকে আমরা সোমনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দূরত্ব ২৩৩ কিলোমিটার। পথে যেতে যেতে অনেক মন্দির ও দর্শনীয় স্থান দেখলাম। আমাদের গাড়ি এসে থামলো ভালুকা তীর্থে। একটা বিশাল ইসকনের গেটের মধ্যে দিয়ে আমরা মূল মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তীর বিদ্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পুরানের কাহিনী অনুযায়ী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মৃত আত্মীয়-স্বজনদের হারানোর শোকে গান্ধারী পাগলের মত শ্রী কৃষ্ণের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন এবং এই যুদ্ধে তিনি সরাসরি শ্রী কৃষ্ণকে দায়ী করেন'। কৃষ্ণ চাইলে এ যুদ্ধ আটকাতে পারতেন। কিন্তু কৃষ্ণ এ বিষয়ে বারবার বলেন— আমি এই যুদ্ধে কৌরব ও পান্ডবদের নিরস্ত হতে বলেছিলাম কিন্তু দুর্যোধন শোনেননি। গান্ধারী তখন শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দেন আমার মত তোমার যদু বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই অভিশাপ শ্রীকৃষ্ণ মাথা পেতে নেন।একদিন ভালুকায় শ্রী কৃষ্ণ গাছের নিচেয় বিশ্রাম করছিলেন। ঠিক সেই সমর জরা নামক একটি ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণের পদ যুগলকে হরিণের শিং ভেবে তীর ছোড়ে। সেই তীরের ফলার বিষে আক্রান্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে জরা ক্ষমা চান। শ্রীকৃষ্ণ জানান এতে তার কোন দোষ নেই। এতে বোঝা যায়, ভগবান কতটা ক্ষমা করতে পারেন। প্রভু যীশুর ক্ষেত্রেও একই রকম দেখা গেছে। যখন তার পায়ে পেরেক বিদ্ধ করা হচ্ছে, তখন তিনি

বলছেন, ঈশ্বর, ওরা অবুঝ, ওদের অপরাধ ক্ষমা কর। মন্দিরটি বেশ সুন্দর, চারদিক ঘুরে আমরা দেখলাম। মনে হল আমরা এখনো পৌরাণিক যুগে হেঁটে বেড়াচ্ছি। বেলা তিনটে নাগাদ আমরা পৌঁছালাম সোমনাথ হোটেলে। এটি জুনাগড় হাইওয়েতে অবস্থিত। সোমনাথ বাইপাস সার্কেল। জেলা- জুনাগড়। সোমনাথ-৩৬২০০১।

বিকাল পাঁচটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম ত্রিবেণী সঙ্গমের দিকে। এখানে আরব সাগরের সঙ্গে তিনটি নদীর সঙ্গম ঘটে। নদীগুলির নাম হল— হিরণ, কপিলা এবং সরস্বতী। হিরণ ও কপিলা দেখা গেলেও সরস্বতী এখানে অন্ত রসলিলা বলে বিশ্বাস করা হয়।

এই সঙ্গমে স্নান করা খুবই পবিত্র বলে অনেক হিন্দু মনে করেন ও লক্ষ্মী, নারায়ণ এবং গীতা মন্দির কাছাকাছি অবস্থিত। এ গুলি ধর্মীয় স্থান হলেও রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটি রয়েছে। ওখানে ডিজেল বোটে করে সঙ্গমের শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়। জনপ্রতি ৩০ টাকা ভাড়া। আমরা সঙ্গমের শেষ পর্যন্ত গেছিলাম। একদম কালচে নীল রং এবং পরিষ্কার চকচকে জল। বেশ গরম ছিল। স্নান করতে ইচ্ছে করছিল। বোটে একজন গাইড ছিলেন। তিনি লেকচার

দিচ্ছিলেন। কিন্তু মনটা প্রকৃতির দিকেই পড়েছিল।

এবার আমরা গেলাম সোমনাথ মন্দিরে। মেয়েদের এবং ছেলেদের পৃথক লাইন। ব্যাগ ক্যামেরা ,মোবাইল ফোন ,এবং ডিজিটাল ঘড়ি সব বাইরে রেখে যেতে হবে। সোমনাথ মন্দির ভারতের একটি প্রসিদ্ধ শিব মন্দির। গুজরাট রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের বেরাবলের নিকটে প্রভাস ক্ষেত্রে এই মন্দির অবস্থিত। সোমনাথ শব্দটির অর্থ চন্দ্র দেবতার রক্ষাকর্তা। মন্দিরটি চিরন্তর পীঠ নামে পরিচিত। কারণ অতীতে ৬ বার ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও মন্দিরটি তাড়াতাড়ি পুনর্গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে নভেম্বরে জুনাগড়ে ভারত ভুক্তির সময়, এই অঞ্চল পরিদর্শন করে সর্দার ভাই প্যাটেল বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করেন।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে, দক্ষ প্রজাপতি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে চন্দ্র প্রভাস তীর্থে শিবের আরাধনা করলে, শিব তার অভিশাপ অংশ নির্মূল করেন। এই কারনে চন্দ্র সোমনাথে শিবের একটি স্বর্ণ মান্দির স্থাপন করেন । পরে রাবণ রৌপ্য ও কৃষ্ণ চন্দন কাঠ দ্বারা মন্দিরটি পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন বলে বিশ্বাস। একাধিক মুসলিম আক্রমণকারী এবং শাসকদের দ্বারা বারবার ধ্বংসের পরে মন্দিরটি অতীতে বেশ কয়েকবার পুনর্গঠিত করা হয়েছিল। সোমনাথ মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে আরব সাগর। রাত হলেও মন্দির চারপাশটা ঘুরে দেখেছিলাম, কারণ দলের মহিলাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে ওদের সঙ্গে দেখা হলে এক সঙ্গে আমরা আবার সোমনাথ হোটেলে ফিরে যাই।

### ডাকঘরে আজও ঝুলছে ধূলিধূসর সাইনবোর্ড

# "পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিস"

**নির্মল বিশ্বাস**

সেই কবেকার কথা— পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার পিরোজপুর সাবডিভিশনের এক প্রান্তে আমাদের ঘরবাড়ি। নদী-নালার দেশ পূর্ববাংলা। তখন নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। রাস্তা ঘাটের কোনো ঠিকঠাক নেই। আমার বাবা ও এক কাকা তখন প্রবাসে। দূর সম্পর্কের এক কাকা পাগল এবং নিরুদ্দেশ। বাড়িতে রয়েছেন প্রবীণ ঠাকুরদা ও ঠাকুমা এবং তিন কাকা। আর আছেন আমাদের গৃহ শিক্ষক সুভাষ কাকু। তা এই অজপাড়া-গাঁয়েও সবাই অপেক্ষায় থাকেন— দূর দেশ থেকে আসা চিঠির প্রতীক্ষায়। দূর-দূরান্ত থেকে একখানা চিঠি এলে সে কী আনন্দ আজও মনে পড়ে, একবার টেলিগ্রাম এলো বাড়িতে চিঠির বদলে। সেদিন হঠাৎ-ই বাড়িতে ভিড় জমে গেল। এমনটা সব সময় ঘটে না। এসেছে আমার মেজকাকা তারবার্তায় (টেলিগ্রাম) তিনি জানিয়েছেন, "এদেশ আর থাকা যাবে না। ঘরবাড়ি, জমি-জমা যা কিছু আছে সব বিক্রি করে দিতে হবে। আমি শীঘ্রই আসছি।" সেদিন ডাকঘর থেকে আসা মানুষটি টেলিগ্রামখানি আমাদের গৃহ শিক্ষকের হাতে দিয়ে বললেন, "মহাত্মা গান্ধিজি থাকতে দেশভাগ! একদম ভাবাই যায় না। মেজকর্তা হয়তো ঠিক খবর দেননি।"

এক সপ্তাহের মধ্যেই দেশের বাড়িতে একজন একটি দৈনিক সংবাদপত্র নিয়ে আসেন, সেটি প্রথমে গৃহ শিক্ষক উল্টে-পাল্টে পড়ে দেখেন, তারপর সেজ কাকা ও নওয়া কাকা তাঁরাও কাগজটা পড়ে বললেন, 'দেশভাগ হবে না। মেজ কর্তার তারবার্তা ঠিক নয়। তাঁকে জরুরি টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে— 'আসতে হবে না।'

বরিশাল ইস্টিমার ঘাটে ইস্টিমারে কয়লা দেওয়ার কাজ করেন, তিনি আমাদের প্রতিবেশী গোলাম আলি। সে অটুট বিশ্বাসের সঙ্গে সেজ কাকাকে বললেন, 'এতো উতলা হইবার কোনো কারণ নাই। জমি-জমা, ঘর-বাড়ি বিক্রি কইরা কোথায় যাইবেন? দেশভাগ কি সোজা কথা? নিজে গো দেশ ছাইড়া কি যায় কেউ ? আমরা আছি না? ক্যান যাইবেন? মেজ কর্তারে কইয়া দেন আসতে হইবে না।'

কারণ দেশভাগ হবে না। টেলিগ্রাম অল্প কথায় লিখতে হয়। ইংরেজিতে "ডোন্ট কাম।" লিখতে হবে। কারণ, জিন্না সাহেব আর মহাত্মাজির দড়ি টানাটানির ফয়সালা তখনও শেষ হয়নি। চট জলদি জমিজমা বাড়িঘর বিক্রি করবার কোনো কারণ নেই। একথা অবশ্যই মেজ কাকাকে জানিয়ে দিতে হবে। ইতিমধ্যে বাবা প্রবাস থেকে ফিরেছেন বাড়িতে। সেদিন তারবার্তায় জানাবার দায়িত্ব নিলেন বাবা। আর তাঁর সঙ্গী হলাম আমি। আমাদের গ্রামের ডাকঘর থেকে তারবার্তা পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। তারবার্তা পাঠাতে হলো শহরের বড় ডাকঘর থেকে। তারবার্তা যখন পৌঁছে যাচ্ছে— তখন হাওয়ায় উড়ছে শব্দমালা। ওই ছোট বয়সে 'টরে টক্কা, টরে টরে— কী এক বিচিত্র অনুভূতি— যেন এক অজানা জগতে নিয়ে যেত। তা ভাবলে এখনও মন খারাপ হয়ে যায়। তারবার্তার যাদু কত জরুরি সেদিন বুঝে ছিলাম।

যদিও দেশভাগ সেই হয়েছে। কোনো ভাবেই ঠেকানো যায়নি। এদেশে আসার পর আমার ঠাকুরদাও একদিন নিখোঁজ হয়ে গেলেন। তখন কত টরে টক্কার মাধ্যমে তাঁর খোঁজ খবর করা হয়েছে। কিন্তু কোনো টরে টক্কাই কাজে আসেনি সেদিন। ঠাকুমা প্রত্যাশায় ছিলেন, তিনি একদিন ফিরবেন। ঠাকুমা বলতেন, 'দেখিস, তোর দাদুর একটা টেলিগ্রাম ঠিক আসবে।' কিন্তু ঠাকুরদা আর ফিরে আসেনি। ঠাকুমার ব্যথিত চোখ দুটি সেদিনও শেষ সময়েও আমাকে বিচলিত করেছে।

যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন থেকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে টেলিগ্রাম ও টেলিগ্রাফ-এর গুরুত্ব হারিয়ে গিয়েছে। টরে টক্কা ধ্বনি নির্মাণ করে বার্তা পাঠাবার দিন শেষ। টেলিগ্রাম মাধ্যমটি ২০১৩ সালের মাঝামঝি সময়ে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। টেলিকমিউনিকেশন-এর যুগান্তকারী সব আবিষ্কারের পাশাপাশি টেলিকম ব্রাত্যজন হয়ে পড়েছিল। শেষে পর্যন্ত এর মৃত্যু ঘটে গেল। তবে আজও অনেক ডাকঘরের বাইরে ঝুলছে সেদিনের সেই ধুলি ধূসর মাখা সাইনবোর্ডটি— "পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিস"।

ছবি সৌজন্যে- গুগুল

# ঠাকুরনগরে চলন্তিকার রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তীতে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগরের সুপ্রাচীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন চলন্তিকা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আয়োজিত ৫৫ তম বার্ষিক রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল গত ৪ জুন। এদিন সন্ধ্যায় সংস্থার অবিনহল কাজললতা ও বিশিষ্ট কবি পাঁচুগোপাল হাজরা।

প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শিক্ষক গোবিন্দ দত্ত ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী সজল বাইন উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। শুরুতে সংস্থার অন্যতম সদস্য বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সৃজিতা বাইন এর আহ্বানে সম্প্রতি উড়িষ্যার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত ট্রেন যাত্রীদের স্মরণে উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরাবতা পালন করেন। গিটারের সুরমুর্চ্ছনায় কবিগুরুর মায়াবন বিহারিনী হরিনী সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কবি বন্দনার অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী পূজা বিশ্বাস। সংস্থার ছোট- বড় সদস্যগণ সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও কথায় কবিতায় কবিদ্বয়কে স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা জানান। বিশিষ্ট যোগ প্রশিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা দাসের পরিচালনায় সংস্থার ছোট- বড় সদস্যগণের রবীন্দ্র যোগা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। সবশেষে চাঁদপাড়া এ্যাক্টো নাট্যসংস্থার প্রাণ পুরুষ সুভাষ চক্রবর্তী পরিবেশিত রবীন্দ্র ভাবনায় যাদু প্রদর্শনী অনুষ্ঠান উপস্থিত সকল দর্শকে উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

কাঞ্জিলাল মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, ছিলেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট কবি অনুপম দে, সাংবাদিক প্রভাষ বিশ্বাস প্রমুখ। বিশিষ্ট জনেরা কবিদ্বয়ের প্রতিকৃতিতে ফুল- মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান। কবিদ্বয়ের জীবন কর্ম ও বিভিন্ন রচনার উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন অনুপম দে

## কলাভূমির কবি বন্দনার অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও ঠাকুরনগরের অন্যতম নৃত্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ঠাকুরনগর কলাভূমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে। স্থানীয় উদয়ন সংঘের সহযোগিতায় গত ৩ জুন ঠাকুরনগর খেলার মাঠে সাড়ম্বরে ‘কবিবন্দনা ১৪৩০’ অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত কবি প্রণামের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ দক্ষিনের ভূতপূর্ব বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব দেবব্রত দাস, সংস্কৃতি প্রেমী অভিজিৎ বিশ্বাস, মিন্টু মজুমদার প্রমুখ। সকলেই কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান। সংস্থার কর্ণধার ও বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষক কৃষ্ণ বণিক উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংস্থার ছোট-বড় সদস্যগণ কবিগুরু সংগীতের সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন। বণিক পরিবারের মা ও তাঁর দুই কন্যার সমবেত নৃত্যের অনুষ্ঠান সকলকে মুগ্ধ করে। নৃত্য ছাড়াও ছিল কবিগুরুর কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। ঠাকুরনগরের অনুরঞ্জনের ছোট-ছোট কুশীলবগণ পরিবেশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীরপুরুষ কবিতা অবলম্বনে নাট্যনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। পরিবেশিত হয় সংস্থার বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বণিকের নির্দেশনায় কবিগুরুর নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা। সবশেষে ছিল বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্রবীর ও সমিতা বিশ্বাসের মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান। নানা অনুষ্ঠানে বহু মানুষের উপস্থিতিতে কলাভূমি আয়োজিত এদিনের কবি বন্দনার অনুষ্ঠান ‘ছোঁয়াও প্রাণে’ বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও শিক্ষক বাবুলাল সরকারের মুন্সিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে।

## রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

নীরেশ ভৌমিকঃ ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করেন গাইঘাটার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও গাইঘাটা বিবেকানন্দ স্মৃতি মণিমেলার সদস্যগণ। এদিন সকালেই আশ্রমের আবাসিক পড়ুয়া ও মণিমেলার সদস্যরা আশ্রম প্রাঙ্গণে সমবেত হন। আশ্রমের কর্ণধার অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শংকর নাথ বলেন, মানব সমাজের মঙ্গলের জন্যই আমাদের চারপাশের পরিবেশকে ভালো রাখতে হবে। এলেকার পরিবেশ স্বচ্ছ ও নির্মল রাখতে আমাদের সকলেকে অগ্রনী হতে হবে এবং পরিবেশকে নির্মল রাখতে সকলকে প্রচুর পরিমানে বৃক্ষচারা লাগানোর আহ্বান জানান। এরপর আশ্রমের ও মণিমেলার শিক্ষার্থীগণ দা, কোদাল ও কাস্তে নিয়ে পঞ্চায়েত এলেকার রাস্তার দু’পাশের আগাছা, পার্থেনিয়াম এবং নোংরা আবর্জনা সাফাই এর কাজে নেমে পড়েন। সমাজকর্মী ও বিশিষ্ট শিক্ষক শংকর বাবুর নেতৃত্বে দুপুর পর্যন্ত আশ্রমের শিক্ষার্থীগণ সাফাই অভিযানে ব্যস্ত থাকে। এলেকার মানুষজন শংকরবাবু ও তাঁর পরিচালিত আশ্রম ও মণিমেলার শিক্ষার্থীগণের এই মহতী উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

# সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত চিরন্তন নাট্য উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৪ জুন গোবরডাঙার চিরন্তন কলাকেন্দ্রে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম চিরন্তন নাট্য উৎসব- ২০২৩। এদিন সন্ধ্যায় সংস্থার সদস্যা গর্বিতা দাসের দীপমন্ত্র উচ্চারনের মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন করেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর সদস্য আশিস চ্যাটার্জী, ছিলেন সংস্কার ভারতীর তিলক সেনগুপ্ত, সংস্কৃতিপ্রেমী ভরত কুন্ডু ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার পলাশ মণ্ডল প্রমুখ। চিরন্তন এর পরিচালক অজয় দাস সকলকে স্বাগত জানান।

উদ্যোক্তারা এদিন এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থস্থানাধিকারিনী স্থানীয় ইছাপুর হাই স্কুলের ছাত্রী প্রেরণা পাল ও মেদিয়া বাস্তুহারা হাইস্কুলের ছাত্র পঞ্চদশ স্থানাধিকারী রাহুল অধিকারীকে উদ্যোক্তারা বিশেষ সংবধনা জ্ঞাপন করেন।

আয়োজিত নাট্যোৎসবে এদিন শুরুতেই মঞ্চস্থ হয় মেদিয়া বাস্তুহারা হাইস্কুলে চিরন্তন পরিচালিত কর্মশালায় প্রস্তুত রবি ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে মজার নাটক ইঁদুরের ভোজ। এরপর বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী জয়ন্ত বিশ্বাসের নির্দেশনায় গৌড়ীয় নৃত্যরীতি কলাশ্রমের শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত মনোজ্ঞ গৌড়ীয় নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। সবেশেষে

ঠাকুরনগরের অনুরঞ্জন নাট্য দল মঞ্চস্থ করে সকলের ভালো লাগার নাটক ‘যা তারা পারে না’। সংস্থার সম্পাদিকা সুতপা কর্মকারের পরিচালনায় চিরন্তন আয়োজিত নাট্যোৎসব সার্থকতা লাভ করে।

## মহিলা পরিচালিত লোকনাথ পুজোয় বহু ভক্ত সমাগম

নীরেশ ভেমিক ঃ চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া মধ্যপাড়ায় নবনির্মিত মন্দিরে মহাসমারোহে লোকনাথ পুজো হল গত ১৯ জ্যৈষ্ঠ।

লোকনাথ বাবার মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত পুজোয় পাড়ার মানুষজন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সকাল থেকেই পাড়ার মহিলাগন ভক্তি ভরে পুজোর আয়োজনে লেগে পড়েন। মধ্যাহ্নে পুজোয় বসেন পুরোহিত সোমনাথ চক্রবর্তী। পাড়ার ছোট- বড় বাসিন্দা ও ধর্মপ্রাণ মানুষজন পুজো প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হন।

অন্যতম উদ্যোক্তা রানা পাল ও কমল মজুমদার জানান, সকালে পাড়ার কয়েকজন মহিলা চাকদার গঙ্গার ঘাট থেকে পুজোর জন্য ঘটে জল ভরে নিয়ে এসেছেন। মন্দির কমিটির সম্পাদিকা কাজল মজুমদারের নেতৃত্বে সুষ্ঠুভাবে পুজো সম্পন্ন হয়। পুজো শেষে অপরাহ্নে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পুজো ও প্রসাদ গ্রহনকে ঘিরে পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

## নাবিক নাট্যমের বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

প্রতিনিধি ঃ গত ৫ জুন ২০২৩ বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে মাথায় রেখে গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বৃক্ষরোপণ। ৬ জুন ২০২৩ দলের বলিষ্ঠ অভিনেতা অবিন দত্তের নেতৃত্বে দলের ১৫ জন সদস্য মিলে এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে বৃক্ষরোপন করেন। দলের প্রতিষ্ঠাতা সোমনাথ রাহা এবং প্রদীপ কুমার সাহা পরিবেশকে সুস্থ রাখতে সতর্কমূলক বক্তব্য রাখেন। এই দিনে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা। নাট্যনির্দেশক জীবন অধিকারী জানান, প্রত্যেকের কাছে প্রতিদিন হোক বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্বকে উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে মানুষ যাতে এই পৃথিবীর বুকে অন্যান্য সমস্ত জীবের সাথে একাত্ম হয়ে এক সুন্দর পরিবেশে বেঁচে থাকে, সেটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। দলের ক্ষুদে শিল্পীরা ভীষণ আনন্দের সাথেই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাখি বিশ্বাস, সুব্রত কর্মকার, শ্রাবণী সাহা, সুপর্ণা সাধুখা, অশোক বিশ্বাস, দেবাশীষ ঘোষ, সৌরজ্যোতি অধিকারী প্রমুখ। দলের সম্পাদক অনিল কুমার মুখার্জি সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

## ছেলেমেয়েদের বেরোতে দিচ্ছেন না অভিভাবকেরা

প্রথমপাতার পর...

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের মানব অধিকার বিভাগ। উত্তর ২৪ পরগনা মানব অধিকার সংগঠনের সভাপতি তুহিন চ্যাটার্জী বলেন, 'উপযুক্ত দোষীদের গ্রেপ্তার এবং আগামীতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে এই দাবি নিয়ে বনগাঁ থানায় আজ স্মারকলিপি জমা দিলাম। কংগ্রেস জেলা নেতা কৃষ্ণ প্রসাদ চন্দ বলেন, 'বক্সীপল্লী এলাকায় অতীতে দুষ্কৃতী তান্ডবের কথা শুনেছি। ফের ওই এলাকায় দুষ্কৃতীদের আনাগোনার খবর পাচ্ছি। আমরা চাই পুলিশ তৎপর হয়ে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করুক।'

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, '২০১১ সালের পর থেকে আমরা বনগাঁয় দুষ্কৃতীদের তান্ডব বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখানে বিজেপি জেতার পর থেকে দুষ্কৃতীরা আবার সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। পুলিশকে বলা হয়েছে কোন রাজনৈতিক রঙ না দেখে আগ্নেয়াস্ত্র বোমা উদ্ধার করতে।

পাশাপাশি বোমা বিস্ফোরণে কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত অসিত অধিকারির সাথে তৃণমূলের যোগের দাবি বিজেপির। ধৃত অসিতের সঙ্গে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপাই রাহার একটি ছবি দেখিয়ে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, ' ঘটনার পর অভিযুক্ত অসিত ও কাউন্সিলর পাপাই রাহা একসঙ্গে মৃত কিশোরের বাড়ির সামনে মাঠে কথা বলছিল।

সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, কিশোরের মৃত্যুর জন্য তৃণমূল নেতারাই দায়ি। দুষ্কৃতীদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগাযোগ রয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে কাউন্সিলর পাপাই রাহা। তিনি বলেন, দেবদাস মন্ডল সিপিএম আমলের দুষ্কৃতী। এখন বিজেপির নেতা হয়েছে। ওনার কথার কোন উত্তর দেবো না।

## সোনার দোকানে চুরির চেষ্টা, ধৃত ২

নীরেশ ভৌমিকঃ ৮ জুন, দুপুর ১২টা নাগাদ চাঁদপাড়া বাজারের স্টেশন রোডে নিউ মজুমদার জুয়েলার্স-এ দুই যুবক দোকানের কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই আট হাজার টাকার মধ্যে একটি সোনার চেন দেখাতে বলেন।

দোকানের মালিক জয়দেব মজুমদার সে সময় দোকানে ছিলেন না। সেলস্ ম্যানেজার সুর্পা বিশ্বাস দোকান সামলাচ্ছিলেন। সুপর্ণা দেবী খরিদ্দার দু'জনকে চেন দেখাচ্ছেন, এমন সময় একজন শোকেস্ থেকে একটি আংটি তুলে নিয়ে পকেটে ঢোকাতে যান। ঘটনাটি বিক্রেতা সুপর্ণা দেবীর চোখে পড়ে যায়। তিনি ওই যুবকের হাত থেকে দামি সোনার আংটিটি কেড়ে নেন।

এরপর চোর দু'জন দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসতে গেলে সুপর্ণা দেবী চিৎকার শুরু করেন। আসেপাশের লোকজন ছুটে এসে দু'জনকে ধরে ফেলেন।এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয় এবং অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যান।

## চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সহ-যাত্রীদের দেহাংশ

প্রথম পাতার পর

ব্যাঙ্গালোর থেকে যশবন্তপুর এক্সপ্রেসে ১ তারিখে সকাল ৭ঃ৩৩ ট্রেনে বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ২ তারিখ সন্ধ্যায় ওড়িশার বালাশোরে ট্রেনটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে।

যশবন্তপুর এক্সপ্রেস এর শেষ চারটি বগির মধ্যে একটি বগির মধ্যে জেনারেল কামরাতে ছিলেন তিনি। ইঠাৎ বিকট আওয়াজ। রেল লাইনে থাকা পাথর ছিটকে আসতে থাকে কামরার ভেতর। কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। জ্ঞান ফিরতে দেখেন, তার মাথা থেকে গলগল করে রক্ত পড়তে থাকে। কামরার প্রথম প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মৃতদেহ। তার মধ্যে বেঁচে ছিলেন দুই এক জন। কোনমতে বেঁচে থাকা দুই এক জন কামরা থেকে বেরিয়ে যান। প্রথমে তারা ওখান থেকে একটি গাড়ি করে খড়গপুর স্টেশন পর্যন্ত আসেন। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে করে সাঁতরাগাছি স্টেশনে এরপরই চিকিৎসার জন্য বারাসাত জেলা হাসপাতালে যান। তার মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকরা রবিবার সকালে তাকে বারাসাত হাসপাতাল থেকে গাজীপুরের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। খবর পেয়ে এলাকার লোকজন ভিড় করছে বাড়িতে।

পরিতোষ বাবু বলেন, 'চোখ বন্ধ করতে পারছিনা। ঘুমাতে পারছি না। বন্ধ করলেই সেই আতঙ্কের ছবি তাড়া করে বেড়াচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে পাশে বসে থাকা মানুষগুলো কোথায় হারিয়ে গেল! পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্থ করমন্ডল এক্সপ্রেসে ছিল উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার শেরগড়ের বাসিন্দা শ্রীদাম বিশ্বাস। সে চেন্নাইতে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। চোখের সামনে অনেক মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে দেখে শ্রীদাম এখনো ভয় কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

# কুড়ুলিয়াতে সেবা সমিতির খাদ্য সামগ্রী প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগরের চিকনপাড়ার পর গত ২২ মে বাগদার কুড়ুলিয়াতে সংস্থার এসো হাত ধরি প্রকল্পে এলাকার দুস্থ মানুষজনের সেবায় এগিয়ে আসে সমিতি কর্তৃপক্ষ।

এদিন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কুড়ুলিয়া শাখার প্রবন্ধক মিঃ বিনায়ক কাহার এর মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দা রেখা পাল, নন্দী প্রামানিক, রাজুবালা পাল, আলোতি দলমতি প্রমুখ দরিদ্র মানুষজনের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানে এদিন ৩০টি যুগ্মদার গোষ্ঠীর সদস্যগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সেবা ফার্মার্স সমিতির অন্যতম সেবক গৌতম মিস্ত্রি, সমিতির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সুপ্রিয় সান্যাল প্রমুখ।

অন্যতম সেবক গৌতমবাবু জানান, এছাড়াও সমিতির ব্যবস্থাপনায় বিনাব্যয়ে চোখের ছানি অপারেসন, সাইভাইক্যাল ক্যান্সার নির্ণয় শিবির, বয়স্কদের শিক্ষাদান এবং চক্ষুরোগীদের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান করা হয়। তিনি আরও বলেন, আগামীতে এই চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা জেলার অন্যান্য একাতেও চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।


পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন



বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

HALL MARK

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

- আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
- আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
- পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
- আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।
- পাইকারী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
- সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
- কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন ওই নম্বরে।
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে উভয়ের জন্য)।
- অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কারিগররা পরিচয়পত্র সহ যোগাযোগ করুন।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
- দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা



এন পি.সি. অপটিক্যাল

- বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
- এছাড়াও সমস্ত রকমের কন্ট্রাক্ট লেন্সের সুব্যবস্থা আছে।
- আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে।
- আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
- আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।
- চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যোগাযোগ করুন
আমাদের ফোন নং ৮৯৬৭০২৮১০৬

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ


# সেবা ফার্মার্স সমিতির সেবা মূলক কর্মসূচী

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলার অন্যতম সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান গোবরডাঙ্গা সেবা ফার্মার্স সমিতির ব্যবস্থাপনায় গত ১৬ মে ঠাকুরনগরের চিকনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সারাদিন ব্যাপী বীরঙ্গনা প্রশিক্ষণ শিবির সহ নানা সেবা মূলক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। বীরঙ্গনা প্রশিক্ষণ শিবিরে স্বশক্তিকরণ প্রকল্পে ৪৩জন স্কুল ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া সার ভাইক্যাল ক্যান্সার সচেতনা ও ক্যান্সার নির্ণয় এবং স্বাস্থ্য সচেতনা শিবিরে মহিলাদের উপস্থিত ছিল যথেষ্ট। বীরঙ্গনা শিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারী সকলকে শংসাপত্র ও স্মারক উপহারে ভূষিত করা হয়।

এদিন চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার রিচার্স ইনস্টিটিউট এর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ ৫১ জন মহিলার ক্যান্সার পরীক্ষা ও নির্ণয় এর জন্য নমুনা সংগ্রহ করেন। এছাড়া ৭১জন ব্যক্তির বিনামূল্যে সুগার, প্রেসার ও ওজন পরিমাপ করে তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন উপস্থিত বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ।

এদিনের বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এলেকার কয়েকজন মানুষকে সেবা সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান, সমিতির এসো হাত ধরি প্রকল্পে এদিন অর্পিতা বৈদ্য, মনোরমা সরকার, উজ্জ্বল বৈদ্য ও মায়া বৈদ্যর হাতে কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। সমিতির সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজকর্মী গোবিন্দ লাল মজুমদার জানালেন প্রায় পাঁচশ অসহায় দরিদ্র মানুষজনকে নিয়মিত এধরণের সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এদিনের কর্মসূচীতে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ইছাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সীমা মণ্ডল, সমাজসেবি পিনাকী বিশ্বাস, শিক্ষক সন্তোষ বিশ্বাস, সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, পাঁচগোপাল হাজরা, সেবা ফার্মার্স সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা, ছিলেন রোটারী ক্লাব অফ আবহমান এগ্ন সভাপতি বিবেক কুণ্ডু, ব্রিগেডিয়ার আশিস দত্ত, নূপুর গোস্বামী, দীনেশ গাঙ্গুলী, চন্দন কুণ্ডু, উৎপল চক্রবর্তীসহ বহু বিশিষ্টজন।

# দৃষ্টি নাট্য সংস্থার বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

প্রতিনিধি ঃ গত ৫ জুন সোমবার দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে পালিত হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং এরই সাথে প্রর্দশিত হলো একটি শিশু নাট্য প্রযোজনা। পশ্চিম বঙ্গের মফস্বল অঞ্চলগুলির মধ্যে দীর্ঘ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থা তাদের নাট্য চর্চাকে অত্যন্ত সাফল্য ও গরিমার সাথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দত্তপুকুর দৃষ্টি তাদের অভিনয় ও থিয়েটার চর্চার মাধ্যমে একটি আলাদা ছাপ সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং সমাজের বিভিন্ন সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শিশুদেরকে থিয়েটার ও সুস্থ সংস্কৃতির পাঠ দিতে "দৃষ্টি" র ভূমিকা বর্তমানে সর্বজন বিদিত। শিশুদের নিয়ে তাদের এই থিয়েটার চর্চার একটি অভিনব নির্দশন দেখা গেল গত ৫ জুন সোমবারে,ওই দিন দত্তপুকুর দৃষ্টি তাদের নিজস্ব শিল্প চর্চা কেন্দ্র "শিল্পশালায়" আয়োজন করে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবং গত ৩১ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত চলা একটি শিশু নাট্য কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানও ওইদিন পালন করা হয়। থিয়েটার তথা সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি সুস্থ পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বও এই দিনের অনুষ্ঠানে আলোচিত হয়। সব মিলিয়ে প্রায় কুড়িজন শিশুদের নিয়ে এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়, অভিনয় শেষে সকল শিশু শিল্পীর হাতেই "দৃষ্টি" র পক্ষ থেকে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশুদের অভিভাবকরাও এইরকম উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায়।


COMPUTER &
PRINTER REPAIRING

যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ



Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS


Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 89728 00084 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**